

## একাদশ ভাগ

### বিবিধ

১৪৩। (১) আইনসম্মতভাবে প্রজ্ঞাতকৃতের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি বাজিত নিম্ন-লিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজ্ঞাতকৃতের উপর ন্যস্ত হইবে :

প্রজ্ঞাতকৃতের সম্পত্তি

- (ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী ;
- (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জমিদারি অন্তর্ভুক্ত মহাসম্পদের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহাসম্পদের উপরিভূ মহাসম্পদের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী ; এবং
- (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মানিক-বিহীন যে কোন সম্পত্তি ।

(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জমিদারি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জমিদারি ও মহাসম্পদের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন ।

১৪৪। প্রজ্ঞাতকৃতের নির্বাহী কর্তৃক সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, ইস্থানান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি অনুমোদন করা হইবে ।

সম্পত্তি ও কারবার  
প্রকৃত-প্রসঙ্গে  
নির্বাহী কর্তৃক

১৪৫। (১) প্রজ্ঞাতকৃতের নির্বাহী কর্তৃক প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বনিয়াদ প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেকোন নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণীতে তাহা সম্মাদিত হইবে ।

চুক্তি ৩ দিন

(২) প্রজ্ঞাতকৃতের নির্বাহী কর্তৃক কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্মাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্মাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে

এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথামত কার্য  
থারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ  
করিবে না।

১৪৬। “বাহলাদেশ”- এই নামে বাহলাদেশ  
সরকার কর্তৃক বা বাহলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে  
মামলা দায়ের করা যাইতে পারিবে।

বাহলাদেশের নামে  
মামলা

১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ  
কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক,  
বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংদদের  
আইনের দ্বারা বা অধীন নির্ধারিত হইবে, তবে  
অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত

কতিপয় সদস্যবিশিষ্ট  
পারিশ্রমিক প্রকৃতি

(ক) এই সংবিধান-প্রকর্তনের অব্যবহিত  
পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত  
বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা যেকোন  
প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে; অথবা

(খ) অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপদ্রু প্রযোজ্য  
না হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা  
যেকোন নির্ণয় করিবেন, সেইরূপ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন  
পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভারকালে  
জাহার পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের  
অন্যান্য শর্তের এমন অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না,  
যাহা জাহার পক্ষে অসম্ভবীভাবক হইতে পারে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ  
কোন পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি কোন লাভ-  
জনক পদ কিংবা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায়  
বহাল হইবেন না কিংবা মুনাফানাজের উদ্দেশ্যে  
যুক্ত কোন কোম্পানী, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের  
ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনরূপ অংশ  
গ্রহণ করিবেন না;

তবে সত্ত্বে থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যসাধন-  
কল্পে উপরের প্রথমোক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা  
কর্মরত রহিয়াছেন, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি  
অনুরূপ লাভজনক পদ বা বেতনাদিযুক্ত পদ বা  
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে  
প্রযোজ্য হইবে :

(ক) রাষ্ট্রপতি,



- (খ) প্রধানমন্ত্রী,
- (গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার,
- (ঘ) মন্ত্রী, প্রতি-মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী,
- (ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,
- (চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,
- (ছ) নির্বাচন কমিশনার,
- (জ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।

১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদের শপথ পক্ষে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুমোদিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে “শপথ” বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরদান করিবেন।

(২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ আবশ্যিক হইলে এবং কোন কারণে সেই ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ দৃঢ় না হইলে অনুরূপ ব্যক্তি যেকোন ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথ গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভারগ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যিক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-মালেক সন্ধান প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

১৫০। এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও “চতুর্থ” তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অন্তিম বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

১৫১। রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ রহিতকরণ এতদ্বারা রহিত করা হইল:

- (ক) আইনের বাহ্যাবাহিকতা বলৎকরণ আদেশ (১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল)

আরোহণ প্রমিত)।

- (খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অসুস্থী  
সংবিধান আদেশ;
- (গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট  
আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও.নং ৫);
- (ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিমা-  
নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২  
সালের পি.ও.নং ১৫);
- (ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ জনসংবিধান  
আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও.নং ২২);
- (চ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন  
কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের  
পি.ও.নং ২৫);
- (ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী  
কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ (১৯৭২  
সালের পি.ও.নং ৩৪);
- (জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী  
কর্ম সম্বাদন) আদেশ (১৯৭২  
সালের পি.ও.নং ৩৮)।

১৫২। (১) বিষয় বা প্রস্তাবের প্রয়োজন অনুসরণে ব্যাখ্যা  
না হইলে এই সংবিধানে

“অধিবেশন” (সংসদ-প্রস্তাব) অর্থ এই  
সংবিধান-প্রস্তাবের পর কিংবা একবার  
জুমিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার  
পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়,  
তখন হইতে সংসদ জুমিত হওয়া  
বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠক-  
সমূহ;

“অনুচ্ছেদ” অর্থ এই সংবিধানের কোন  
অনুচ্ছেদ;

“অবসর-ভাতা” অর্থ আংশিকভাবে অদায়  
হউক বা না হউক, যে কোন  
অবসর-ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তির বা  
ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোন কর্তৃ-  
তহবিলের চাঁদা বা হিবার সহিত সং-  
যোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যয়  
দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনু-  
তোষিক হিবার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

“অর্থ-বৎসর” অর্থ জুলাই মাসের প্রথম



দিবসে যে ব্যঙ্গের আরম্ভ ;  
 “আইন” অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ,  
 বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি  
 ও অন্যান্য আইনমত দলিল এবং  
 বাহ্যাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন  
 যে কোন প্রথা বা রীতি ;  
 “আদীন বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আদীন  
 বিভাগ ;  
 “উপ-দফা” অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত,  
 সেই দফার একটি উপ-দফা ;  
 “স্বনংগ্রহন” বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরি-  
 শোধযোগ্য অর্থসংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে ;  
 এবং “স্বনং” বলিতে তদনুরূপ অর্থ  
 বুঝাইবে ;  
 “করারোপ” বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ-  
 যে কোন কর, খাজনা, শুল্ক বা  
 বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত  
 হইবে ; এবং “কর” বলিতে তদনু-  
 রূপ অর্থ বুঝাইবে ;  
 “প্যারান্টি” বলিতে কোন উদ্যোগের মূল্য  
 নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম  
 হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান  
 করিবার বাধ্যবাধকতা—যাহা এই  
 সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে গ্রহীত  
 হইয়াছে— অন্তর্ভুক্ত হইবে ;  
 “জেনা-বিচারক” বলিতে অতিরিক্ত জেনা-বিচারক  
 অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;  
 “তফসিল” অর্থ এই সংবিধানের কোন তফসিল ;  
 “দফা” অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই  
 অনুচ্ছেদের একটি দফা ;  
 “দেনা” বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে  
 মূলবিন পরিশোধের জন্য যে কোন  
 বাধ্যবাধকতাক্রমিত দায় এবং যে কোন  
 প্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে ;  
 এবং “দেনার দায়” বলিতে তদনুরূপ  
 অর্থ বুঝাইবে ;  
 “নামারিক” অর্থ নামারিকত্ব-সম্বন্ধিত আইনানু-  
 যায়ী যে ব্যক্তি বাহ্যাদেশের নামারিক ;  
 “প্রচলিত আইন” অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের  
 অব্যবহিত পূর্বে বাহ্যাদেশের রাষ্ট্রীয়

সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে  
আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে  
সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন  
যে কোন আইন;

“প্রজাতন্ত্র” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

“প্রজাতন্ত্রের কর্ম” অর্থ অসামরিক বা সামরিক  
ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত  
যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং  
আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বনিয়া  
ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন  
কর্ম;

“প্রধান নির্বাচন কমিশনার” অর্থ এই সংবিধানের  
১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত  
কোন ব্যক্তি;

“প্রধান বিচারপতি” অর্থ বাংলাদেশের প্রধান  
বিচারপতি;

“প্রশাসনিক এককায়শ” অর্থ জেনা কিংবা এই  
সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধন-  
কালে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য  
কোন এলাকা;

“বিচারক” অর্থ মুখ্যম কোর্টের কোন  
বিভাগের কোন বিচারক;

“বিচার-কর্মবিভাগ” অর্থ জেনা-বিচারক পদের  
অনুষ্ঠান কোন বিচারবিভাগীয় পদে  
অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নইয়া গঠিত  
কর্মবিভাগ;

“বৈঠক” (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ মূলতঃ বা  
করিয়া সংসদ মতজন ধারাবাহিক-  
ভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ  
মেসাদ;

“ভাগ” অর্থ এই সংবিধানের কোন ভাগ;

“রাজধানী” অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে  
রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা  
হইয়াছে;

“রাজনৈতিক দল” বলিতে এমন একটি  
অধিসংস্থা বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত,  
যে অধিসংস্থা বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের  
অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বেচ্ছামুচক  
কোন নামে কার্য করেন এবং কোন  
রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন



রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার  
উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিদপ্তর হইতে  
পৃথক কোন অধিদপ্তর হিসাবে বিজ্ঞ-  
দিশকে প্রকাশ করেন;

“রাষ্ট্র” বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ  
সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত;

“রাষ্ট্রপতি” অর্থ এই সংবিধানের অধীন  
নির্বাচিত বাহাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা  
সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্তৃত্ব কোন  
ব্যক্তি;

“স্থান-বাহিনী” অর্থ

(ক) মূল, নৌ বা বিমান-বাহিনী;

(খ) পুলিশ-বাহিনী;

(গ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের  
অন্তর্গত বনিয়া যোষিত যে কোন  
স্থান-বাহিনী;

“স্থান-মূলক আইন” অর্থ স্থান-বাহিনীর  
স্থান-নিয়ন্ত্রণকারী কোন আইন;

“সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ যে কোন  
কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার  
কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য  
কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা  
বাহাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তি-  
পত্র-দ্বারা নির্দিষ্ট হয়;

“সংসদ” অর্থ এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ-  
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাহাদেশের সংসদ;

“সম্মতি” বলিতে সকল স্বেচ্ছা ও অস্বেচ্ছা,  
বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার  
সম্মতি, বার্নিকাক ও শিল্পগত উদ্যোগ  
এবং অনুরূপ সম্মতি বা উদ্যোগের  
সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দ্রব্য বা অংশ  
অন্তর্ভুক্ত হইবে;

“সরকারী কর্মচারী” অর্থ প্রকৃতপক্ষে কর্মে  
বেতনাদিমুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্তৃত্ব  
কোন ব্যক্তি;

“সরকারী বিজ্ঞপ্তি” অর্থ বাহাদেশ-পেজ্ঞে  
প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি;

“সিকিউরিটি” বলিতে স্টক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

“সুপ্রীম কোর্ট” অর্থ এই সংবিধানের ৯৪  
অনুচ্ছেদ-দ্বারা গঠিত বাহাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

“স্বীকার” অর্থ এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ-  
অনুসারে প্রামাণিকভাবে স্বীকারের  
মতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ;

“হাইকোর্ট বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট  
বিভাগ ।

(২) ১৮-১৭ সালের জেনারেল ক্লক্‌স্‌ অ্যাক্ট

(ক) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে মেরূপ  
প্রযোজ্য, এই সংবিধানের ক্ষেত্রে সেইরূপ  
প্রযোজ্য হইবে ;

(খ) সংসদের কোন আইনের দ্বারা রহিত  
কোন আইনের ক্ষেত্রে মেরূপ প্রযোজ্য,  
এই সংবিধানের দ্বারা রহিত কিংবা  
এই সংবিধানের কারণে বাতিল না  
কার্যকরতানুষ্ঠ কোন আইনের ক্ষেত্রে  
সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে ।

১৫৩। (১) এই সংবিধানকে “গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলা-  
দেশের সংবিধান” বলিয়া উল্লেখ করা হইবে  
এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে  
ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে “সংবিধান-  
প্রবর্তন” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ।

প্রবর্তন, উল্লেখ ও  
নির্ভরযোগ্য পাঠ

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য  
পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনু-  
মোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য  
বলিয়া গনসমিতির স্বীকার সার্টিফিকেট প্রদান  
করিবেন ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টি-  
ফিকেটমুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর  
ছড়াত্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের  
মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।

